সহচর প্রাণী হিসাবে বিড়াল প্রতিপালন

ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির

বাড়ীতে নতুন বিড়াল আনা

প্রস্তুতি ও প্রতীক্ষা (Ready and waiting):

বাড়ীতে নতুন বিড়াল সাদরে গ্রহণ করার পূর্বে তার সার্বিক নিরাপত্তা ও আরাম-আয়েশের যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে। বিড়ালের বাসস্থানে জন্য তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে ঝুঁকিমুক্ত

নতুন আগন্তুকের প্রথম পদক্ষেপ

কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। খাদ্য ও পানির পাত্র এবং বিছানা যথাযথ স্থানে সাজিয়ে রাখতে হবে। নানাজাতের খাদ্যসামগ্রী মজুদ রেখে পর্যায়ক্রমে সেগুলো সরবরাহ করে বিড়ালের 'পছন্দসই খাদ্য' নির্বাচন করতে হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নিরূপদ্রব থাকার জায়গার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। বিড়ালছানার জন্য পুরাতন

পরিবারের সদস্যদের বিড়াল-বান্ধব আচরণ

খবরের কাগজ সংগ্রহে রাখা পরবর্তী কাজের সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়।

আগমন দিবস (Arrival day)

পরিবহনকালে খাঁচায় আবদ্ধাবস্থায় থাকার কারণে আগমনক্ষণে বিড়াল বা বিড়ালছানার কিছুটা বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। সেক্ষেত্রে বিড়ালসহ খাঁচা কিছু সময়ের জন্য কোলাহলমুক্ত, পরিচিত বস্তু-সামগ্রী (যেমন খাদ্য ও পানির পাত্র) আছে এমন জায়গায় রেখে দেয়া ভালো। খাঁচার দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিড়াল দুর্দান্ত সাহসী পদক্ষেপে বাইরে বেরিয়ে আসলেও বেশীরভাগই নিতান্ত নাজুক অবস্থায় থাকে। এমতাবস্থায় লাজুক ও ভীরুদৃষ্টির এসব বিড়ালকে খাঁচার বাইরে আনতে কোন ধরনের চাপ প্রয়োগ করা ঠিক নয়। আপনার দেয়া পছন্দের নাম ধরে মৃদু-মধুর স্বরে ডাকতে থাকুন, চারপাশের দৃষ্টিসীমার প্রথম দর্শনের বস্তু সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা খোঁজ নেয়ার সুযোগ দিন। খাঁচার খুব কাছে ঝুঁকে না থেকে দূর হতে কেবল তার নিজস্ব উপায়ে (যেমন থাবার সাহায্যে আঁচড়ানো) সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ বুঝার চেষ্টা করা পর্যবেক্ষণ করুন। খাঁচা থেকে বের হওয়ার পর প্রথম ২-৩ দিন বাড়ীর সম্ভাব্য নতুন নতুন জায়গায় বিচরণ করতে দিন এবং একটি নির্দিষ্ট কক্ষে তার প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলুন। বিড়ালছানার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ টিকাদান কর্মসূচী শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত বাইরে আসা-যাওয়া করা হতে বিরত রাখুন।

পরিবারের সদস্যদের সাথে পরিচয় (Meeting the family)

মালিক, পরিবারের সদস্য ও অন্যান্য পোষাপ্রাণীর সাথে স্বস্তিপূর্ণ পরিচয় পর্ব সম্পন্ন হতে বেশ কয়েকদিন সময়ের প্রয়োজন হয়। পরিবারের বড়দের উচিত ছোটদের একথা বুঝানো যে বিড়াল তাদের জড়-খেলনারমতো কোনো সামগ্রী নয়। নবাগমনের শুরুতেই গায়ে অপ্রত্যাশিত আঘাত বা আঁচড়, কোলাহলময় ও শান্তিবিঘ্নিত অবস্থা, আতঙ্কজনক পরিবেশ, রূঢ় আচরণ ও উচ্চারণ, ইত্যাদি বিড়ালের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার পক্ষে মারাত্মক নেতিবাচক দিক। সুতরাং, পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকেই এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। বিকট আওয়াজ, হৈচৈপূর্ণ ক্রীড়া-কৌতুক, অসাবধানে নাড়াচাড়া পরিহার করতে হবে। গৃহে পূর্ব হতে পালিত বিড়াল নতুন বিড়ালের আগমনে তার

নিজস্ব সীমায় 'অবৈধ প্রবেশ বা সীমালঙ্ঘন' এমন নৈরাশ্যমূলক ধারণা পোষণ করবে, এটাই স্বাভাবিক। নতুন ও পুরাতন বিড়ালকে পাশাপাশি/কাছাকাছি দানাপানি খেতে দিয়ে 'উভয়ের মন-মেজাজ ভালো আছে' এমন আশা করা নিরর্থক। প্রাথমিক অবস্থায় নিরাপদ দূরত্বে রাখলেও ধীরে ধীরে তাদের সখ্যতা (intimacy) বৃদ্ধিকল্পে খাদ্য ও পানির পাত্রের অদলবদল, পরস্পরের আসন-আবাস বিনিময়, ইত্যাদি কার্যাবলী অনুসরণ

নতুন পরিবেশ পরিচিতিতে ব্যস্ত বিড়াল

করা যেতে পারে। এক সপ্তাহ বা আরও কিছুদিন পর তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। তবে এমতাবস্থায়ও তাদেরকে একত্রে একাকী ছেড়ে যাওয়া যাবে না। যেকোনটির মেজাজ হঠাৎ বিগড়ে গেলে অনায়াসেই যাতে দৌড়ে পালাতে পারে সে ব্যবস্থা থাকতে হবে। এভাবে কয়েকদফা দেখা-সাক্ষাতের পর তারা একে অন্যকে মেনে নিবে, যদিও কখনই সর্বোত্তম বন্ধুতে পরিণত হবে না। পূর্ব হতে পালিত বিড়াল প্রাপ্তবয়স্ক নতুন বিড়ালের তুলনায় বিড়ালছানাকে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে মেনে নেয়।

গৃহপালিত কুকুর ও নবাগত বিড়ালের পরিচয় কোন গুরুতর সমস্যা নয়। কারণ সব জাতের কুকুরই বিড়ালের পিছনে ধাওয়া করে না। প্রথম কয়েকবার দেখা-সাক্ষাতের বেলায় শিকারি কুকুর রশি/শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। উভয় প্রাণীকে সমান গুরুত্ব দিয়ে মার্জিত আচরণ করতে হবে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদেরকে একত্রে ছেড়ে যাওয়া যাবে না। বাড়ীতে খরগোশ পালন করলে তাকে বিড়ালের কক্ষে যেতে দেয়া উচিত নয়। পালনের শুরুতেই দৈনন্দিন কার্যাবলীর একটি নিয়ম-নীতি চালু করতে হবে। দানাপানি

পরিবারের সদস্যদের বিড়াল-বান্ধব আচরণ

সরবরাহের একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করতে হবে এবং বিড়ালের নাম ধরে ডেকে আনার অভ্যাসে পরিণত করার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিড়ালছানা সঠিক উপায়ে লিটার-ট্রে এর ব্যবহার নাও জানতে পারে, এমনকি অজানা-অচেনা হলে প্রাপ্তবয়স্ক বিড়ালের ক্ষেত্রেও দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। বিড়াল বা বিড়ালছানাকে নিয়মিতভাবে (যেমন খাওয়ানোর পর) এই ট্রে এর ব্যবহারে অভ্যস্ত করতে হবে। পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত সম্ভাব্য সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য রীতিনীতিতেও অভ্যস্ত করতে হবে।

(চলবে.....)

তথ্য নির্দেশ:

Complete Cat Care by A. Logan, A Baggaley, K. John and J. Kiddie.

ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির
চেয়ারম্যান
এনিমেল প্রোডাক্টস্ এন্ড বাই-প্রোডাক্টস্ টেকনোলজী বিভাগ
এনিমেল সায়েন্স এন্ড ভেটেরিনারী মেডিসিন অনুষদ
পবিপ্রবি, বাবুগঞ্জ, বরিশাল-৮২১০।